দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

10

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের দায়িত্ব

আমাদের এই দরিদ্র দেশটিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই নিরক্ষরতা একটি জাতির জন্য মারাত্মক অভিশাপ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার ২৪-এর কোটা অতিক্রম করতে পারে নি অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও চীনে শিক্ষিতের হার আমাদের চেয়ে বহুগুণে এগিয়ে আছে। আমরা যারা শিক্ষিত, তারা যদি হাত-পা গুটিয়ে অথবা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে ও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিরত থাকি তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কোন কালেই সম্ভব হবে না। 'নিরক্ষরতা সমস্যা' আমাদের জাতীয় সমস্যা। কাজেই এই সমাধানের ব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সফল হবে তখনই, যখন ৬৮ হাজার গ্রামের বসবাসকারী শিক্ষিত লোকজন মনে-প্রাণে কাজ শুরু করবেন।

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাস করেন মসজিদের ইমাম, প্রাথমিক শিক্ষক, বেকার শিক্ষিত যুবক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। তাই আমাদের দেশের প্রত্যেক পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিষকগণ ও পল্লীর অন্যান্য শিক্ষিত লোকজন মনে-প্রাণে কাজ শুরু করলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ স্বল্পকালের মধ্যেই সম্ভব হবে। যে সব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে তার পেছনে রয়েছে সেসব দেশের নাগরিকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ।

কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

—মোঃ আফজল হোসেন খান